৩রা রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ১৭ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

সবচেয়ে উঁচু থেকেও উঁচু আমাদের নবী

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... এমন শান কেউ পায়নি
- ★... শুনে নাও...! আমি আল্লাহ পাকের হাবীব
- ★... সিফাতে ইলাহীর বিকাশস্থল
- ★... নবী ও উম্মতের মৌলিক পার্থক্য

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত ৩
বয়ান শোনার নিয়সমূহ ৫
সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার নবী ৬
এমন শান কেউ পায়নি ৭
হে মাহবুব! আপনি কী ফযিলত পেলেন...? ৯
শুনে নাও...! আমি হলাম আল্লাহ পাকের হাবীব ১১
তোমার কথাই জানাতে এসেছেন ১৩
সিফাতে ইলাহীর বিকাশস্থল ১৪
সমস্ত জগতের নবী ১৬
নবী ও উম্মতের মৌলিক পার্থক্য ১৭
(১) মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক গতি ১৮
(২) মুবারক শ্রবণ শক্তি ২০
(৩) মুবারক স্পর্শ শক্তি ২০
(৪) মুবারক ঘ্রাণ শক্তি ২২
বয়ানের সারমর্ম ২২
মাদানী মুযাকারার উৎসাহ ২৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দরুদ শরীফের ফযিলত

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেন: একবার আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, ইরশাদ করলেন: হে মূসা! ✯ তোমার কথা যতটুকু তোমার জিহ্বার নিকটবর্তী ✯ তোমার চিন্তা যতটুকু তোমার হৃদয়ের নিকটবর্তী ✯ তোমার রূহ যতটুকু তোমার শরীরের নিকটবর্তী ✯ তোমার চোখের জ্যোতি যতটুকু তোমার চোখের নিকটবর্তী ✯ তোমার শোনার শক্তি যতটুকু তোমার কানের নিকটবর্তী; যদি তুমি চাও যে, আমার নৈকট্য এর চেয়েও বেশি তোমার নসীব হোক, তবে আমার মাহবুব নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরূদ পাঠ করো...!!

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা: ২২)

آنکھوں کا تارا نامِ مُحَمَّد
نُوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ
اللہ والا دَم میں بنادے

دِل کا اُجالا نامِ مُحَمَّد
سب کا ہے آقا نامِ مُحَمَّد
اللہ والا نامِ مُحَمَّد

আঁখোঁ কা তারা নামে মুহাম্মদ, দিল কা উজালা নামে মুহাম্মদ
নূহ ও খলীল ও মূসা ও ঈসা, সব কা হে আক্বা নামে মুহাম্মদ
আল্লাহ ওয়ালা দম মেঁ বানা দে, আল্লাহ ওয়ালা নামে মুহাম্মদ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩৩, ১৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কত মহান...!! হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নবী, উলুল আযম রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ সেই ৫ জন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, যারা বাকি সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ, তাঁদের মধ্যে একজন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَامও ছিলেন। ✯ আল্লাহ পাক তাঁকে কলীম বানিয়েছেন ✯ নিজের পাক কালাম তাঁকে শুনিয়েছেন ✯ তূর পর্বতে তাজাল্লী প্রদান করে তাঁর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করেছেন ✯ এত সুউচ্চ শানওয়ালা নবী তিনি ✯ আল্লাহ পাকের কত নৈকট্য তাঁর থাকবে ✯ কত মহান শান তাঁর হবে ✯ তাঁর সম্মান ও মর্যাদার কথা তো আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেই সুউচ্চ শানওয়ালা নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করা হচ্ছে: হে মূসা! আরও নৈকট্য চাইলে আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ পড়ো, নৈকট্যের মর্যাদা আরও উন্নতি করতে থাকবে।

اعلیٰ سے اعلیٰ رِفعت والے | بالا سے بالا عظمت والے
سب سے برتر عزّت والے | صَلَّی اللهُ صَلَّی اللهُ

صَلَّی اللهُ عَلَیْکَ وَسَلَّم ، صَلَّی اللهُ صَلَّی اللهُ

مالکِ کل کے تم ہو نائب | سب ہے تمہارا حاضر و غائب
تم ہو شہود و غیبت والے | صَلَّی اللهُ صَلَّی اللهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم ، صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

تم ہو حق کے، وہ ہے تمہارا | سب ہے تمہارا جو ہے اس کا
حق سے ایسی اُلفت والے | صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم ، صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

আলা সে আলা রিফআত ওয়ালে বালা সে বালা আযমত ওয়ালে
সব সে বরতর ইজ্জত ওয়ালে صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم ، صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

মালিকে কুল কে তুম হো নায়েব সব হে তুমহারা হাযির ও গায়েব
তুম হো শাহুদ ও গায়বত ওয়ালে صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم ، صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

তুম হো হক কে, ওহ হে তুমহারা সব হে তুমহারা জো হে উস কা
হক সে এ্যায়সি উলফত ওয়ালে صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم ، صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ

(সামানে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৯৭-১০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়সমূহ

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত

করে নেই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদবের সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা ও মওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার নবী। ✯ যে মর্যাদা ✯ যে স্থান ✯ যে ফযিলত ✯ যে শান ✯ যে মহত্ব ✯ যে সম্মান ✯ যে নৈকট্য ✯ যে স্তর ✯ যে উচ্চতা ✯ যে শ্রেষ্ঠত্ব রাব্বে রহমান ✯ মালিকে কায়েনাত ✯ খালিকে কায়েনাত আপন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন, এমন মর্যাদা, স্থান, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব না আগে কেউ পেয়েছে, না ভবিষ্যতে কেউ পাবে। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এঁরা রাসূল, আমি তাঁদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন।

এই আয়াতে করীমায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

অর্থাৎ একজন নবী এমন, যাঁকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর উপর বহু স্তরের উচ্চতা দান করা হয়েছে। ইলমে তাফসীরের সমস্ত ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত, বরং ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সকল উম্মতের এই বিষয়ে ঐক্য রয়েছে যে, এই একজন নবী যাঁকে সবার উপর ফযীলত দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমার ও আপনার আক্বা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

(তাফসীরে কবীর, পারা ৩, সূরা বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটীকা, ২/৫২১)

এজন্যই তো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

سب سے اَوْلٰی واَعْلٰی ہمارا نبی	سب سے بالا ووالا ہمارا نبی
خَلْق سے اَوْلیا، اَوْلیا سے رُسُل	اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی

সব সে আউলা ও আলা হামারা নবী
সব সে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী
খলক্ব সে আউলিয়া, আউলিয়া সে রুসুল
অওর রসুলোঁ সে আলা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩৮)

এমন শান কেউ পায়নি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে করীমার উপর একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন।

এখানে দেখুন! আল্লাহ পাক এটি তো বলে দিলেন যে, মাহবুবে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তিনি তাঁর নাম মোবারক উল্লেখ করেননি। এর মধ্যে কী হিকমত রয়েছে...? এটিও একটি ঈমানদীপ্ত বিষয়। ওলামায়ে কিরাম বলেন: নামের প্রয়োজন সেখানে হয়, যেখানে এই শানের দ্বিতীয় কেউ বিদ্যমান থাকে। যদি এই শানের মালিক কেবল একজনই হন, তবে নাম নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, এমনিতেই বিষয়টি বুঝে আসে।

সহজ উদাহরণ দিয়ে আরয করি; যদি আমি বলি: ✯ আমার সৃষ্টিকর্তা তিনি, যিনি এই আসমান সৃষ্টি করেছেন। আপনারা বুঝে যাবেন আমি কার কথা বলছি; আসমান সৃষ্টিকারী সত্তা কেবল একজনই, সুতরাং নাম নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ✯ আমি বলি: আমাকে রিযিক দানকারী তিনিই, যিনি সমস্ত জগতকে রিযিক দেন। আপনারা বুঝে যাবেন; সবাইকে লালনকারী, সবার সৃষ্টিকর্তা, সবার রিযিকদাতা শুধুমাত্র আল্লাহ পাক; দ্বিতীয় কেউ নেই। সুতরাং নাম না নিলেও মনোযোগ একদিকেই যাবে। জানা গেল; যখন এই শানওয়ালা সত্তা কেবল একজনই হন তখন নাম নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাই আল্লাহ পাক ✯ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর শান আলোচনা করার সময় নাম নিয়েছেন ✯ হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর শান আলোচনা করার সময় নাম নিয়েছেন ✯ হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর শান আলোচনা করার সময় নাম নিয়েছেন ✯ হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শান আলোচনা করার সময় নাম নিয়েছেন ✯ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শান আলোচনা করার সময় নাম নিয়েছেন। ✯ কিন্তু যখন পালা এল মাহবুব নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর, তখন নাম নেননি বরং ইরশাদ করলেন:

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ
(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন।

যেন এটি জানানো হচ্ছে যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবী কেবল একজনই, সুতরাং নাম না নিলেও মনোযোগ এক দিকেই যায়; সবাই বুঝে নেয় যে, অগণিত ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, তিনিই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৩০/১৫১)**

سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے
ہے اُس اچھے سے اچھا ہمارا نبی
سارے اُونچوں سے اُونچا سمجھئے جسے
ہے اُس اُونچے سے اُونچا ہمارا نبی
ملکِ کونین میں انبیا تاجدار
تاجداروں کا آقا ہمارا نبی

সারি আচ্ছোঁ সে আচ্ছা সমঝিয়ে জিসে
হে উস আচ্ছে সে আচ্ছা হামারা নবী
সারি উঁচোঁ সে উঁচা সমঝিয়ে জিসে
হে উস উঁচে সে উঁচা হামারা নবী
মুলকে কাউনাইন মেঁ আম্বিয়া তাজদার
তাজদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩৯, ১৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে মাহবুব! আপনি কী ফযিলত পেলেন...?

হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছিলেন বিখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল। তিনি বলেন: একবার কেউ প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ✯ আল্লাহ পাক হযরত মূসা

عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে কালাম করেছেন ✯ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে রূহুল কুদুস থেকে (অর্থাৎ আপন কুদরতে কামেলা দ্বারা পিতা ছাড়াই) সৃষ্টি করেছেন ✯ হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে নিজের খলীল বানিয়েছেন ✯ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; আপনাকে বিশেষ কী ফযিলত দান করা হয়েছে? হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: রাসূলে খোদা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই তৎক্ষণাৎ জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام হাজির হয়ে গেলেন। রাব্বে কায়নাতের বার্তা নিয়ে এলেন, আরয করলেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: হে প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! ✯ যদি আমি ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে খলীল বানিয়েছি তবে তার অনেক আগেই আপনাকে আপন হাবীব বানিয়ে নিয়েছি ✯ যদি আমি মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে জমিনে কালাম করেছি তবে আপনাকে আসমানের উপর ডেকে কালামের সম্মান প্রদান করেছি ✯ যদি ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে রূহুল কুদুস থেকে (অর্থাৎ আপন বিশেষ কুদরত দ্বারা পিতা ছাড়াই) সৃষ্টি করেছি তবে আপনার নাম মোবারক মাখলুক সৃষ্টির ২ হাজার বছর আগেই সৃষ্টি করেছি ✯ হে মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার কদম মোবারক আসমানের সেই স্থানে পৌঁছেছে যেখানে আগে কারো কদম পৌঁছায়নি এবং আপনার পরেও কারো পৌঁছাবে না ✯ হে মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যদি আমি আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি তবে আপনার উপর নুবুওয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছি। হে প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার নিকট আপনার চেয়ে বেশি সম্মানিত আমি কাউকে বানাইনি। আমি দুনিয়া এজন্যই বানিয়েছি যাতে মানুষ আপনার সম্মান ও মহত্ব দেখে নেয়; وَلَوْ لَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْیَا হে মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি না থাকলে আমি দুনিয়াই বানাতাম না। **(তারিখে মদীনা দামেশক, ৩/৫১৭, ৫১৮)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! আমার আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কত মহান...!!

তবে আমরা কেন বলব না:

اِصالتِ کل امامتِ کل سیادَتِ کل اِمارتِ کل
حکومتِ کل وِلایتِ کل خُدا کے یہاں تمہارے لیے

ইসালাতে কুল ইমামতে কুল সিয়াদাতে কুল ইমারাতে কুল
হুকুমতে কুল বিলায়াতে কুল খোদা কে ইয়াহাঁ তুমহারে লিয়ে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুনে নাও...! আমি হলাম আল্লাহ পাকের হাবীব

হাদীসে পাকের বিখ্যাত কিতাব তিরমিযী শরীফে হাদীসে পাকে রয়েছে; সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: একবার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জড়ো ছিলেন এবং প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় তাঁরা ইলমি আলোচনা শুরু করলেন। ওদিকে প্রিয় আক্বা, রাসূলে খোদা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও তাশরীফ আনলেন। তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন সাহাবীদের নিকটবর্তী হলেন তখন থেমে গেলেন এবং তাঁদের আলোচনা শুনতে লাগলেন। কী কথা হচ্ছিল? ✯ একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: কত আশ্চর্যের বিষয়; আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে আপন খলীল বানিয়েছেন ✯ দ্বিতীয় জন বললেন: কত বিস্ময়ের বিষয় যে, আল্লাহ পাক মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে কলীম বানিয়েছেন ✯ তৃতীয় জন বললেন: কত আশ্চর্যজনক বিষয়; আল্লাহ পাক হযরত ঈসা

عَلَيْهِ السَّلَام কে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ বানিয়েছেন ✯ চতুর্থ সাহাবী বললেন: কত আশ্চর্যের বিষয়; আল্লাহ পাক হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সফিউল্লাহ বানিয়েছেন।

এই কথাগুলো শোনার পর প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: হে আমার সাহাবীরা! আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। ✯ তোমরা বলছো; ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের খলীল, নিশ্চয়ই তিনি এই শানের অধিকারী ✯ তোমরা বলছো; মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কলীমুল্লাহ, অবশ্যই তিনি এই শানের অধিকারী ✯ তোমরা বলছো; ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام রূহুল্লাহ, হ্যাঁ! তিনি এই শানের অধিকারী ✯ তোমরা বলছো; আদম عَلَيْهِ السَّلَام সফিউল্লাহ, হ্যাঁ! হ্যাঁ! তাঁর এই শানই বটে। اَلَا وَ اَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَ لَا فَخْرَ অর্থাৎ হে আমার সাহাবীরা শুনে নাও! আমি আল্লাহ পাকের হাবীব, আমি এই কথা গর্ব হিসেবে বলছি না ✯ কিয়ামতের দিন হামদ এর পতাকা আমার হাতে থাকবে, এটি গর্বের জন্য বলছি না ✯ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমিই শাফায়াত করব ✯ আমারই শাফায়াত সর্বপ্রথম কবুল হবে, এটি গর্বের জন্য বলছি না ✯ আরও ইরশাদ করলেন: اَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ وَلَا فَخْرَ আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত কিন্তু এটি গর্ব হিসেবে বলছি না। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮২৭, হাদীস: ৩৬২৫)**

اللہ نے محبُوب کو بے مثل بنایا	ممکن ہی نہیں ہو کوئی ہم شانِ مُحَمَّد
مخلوق کو معلوم ہو کیا اُن کی حقیقت	رَبّ جانتا ہے شانِ مُحَمَّد
محبوبِ خُدا، حاکمِ مخلوقِ اِلٰہی	مخلوقِ خُدا تابعِ فرمانِ مُحَمَّد

আল্লাহ নে মেহবুব কো বেমিসিল বনায়া
মুমকিন হি নেহীঁ হো কোয়ি হাম শানে মুহাম্মদ
মাখলুক কো মালুম হো কিয়া উন কী হাকিকত
রব জানতা হে শানে মুহাম্মদ
মাহবুবে খোদা, হাকিমে মাখলুকে ইলাহী
মাখলুকে খোদা তাবেয়ে ফরমানে মুহাম্মদ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩০, ১৩১)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাক প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন অতুলণীয় বানিয়েছেন যে, তাঁর মতো শানওয়ালা দ্বিতীয় কেউ হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর শান মাখলুক কী জানবে? তাঁর প্রকৃত শান তো তাঁর রব-ই জানেন। প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের মাখলুকের শাসক, সমস্ত মাখলুক তাঁর কথা মানতে বাধ্য।

তোমার কথাই জানাতে এসেছেন

আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام অত্যন্ত সুউচ্চ শানওয়ালা নবী। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে জানিয়েছেন যে, তাঁর শান এমন ছিল যে, জন্মগত অন্ধের উপর হাত রাখলে তাকে চোখের জ্যোতি দান করতেন ✯ কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করলে রূপ-লাবণ্য দান করতেন ✯ মাটি দিয়ে বানানো পাখিকে ফুঁ দিয়ে প্রকৃত পাখি বানিয়ে দিতেন ✯ গায়েবের খবর জানাতেন ✯ মৃতদের জীবিত করতেন। এমন উচ্চ মর্যাদার নবী তিনি ছিলেন।

যখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নুবুওয়তের বহিঃপ্রকাশ করলেন এবং এমন মহান মুজিযা দেখাতে শুরু করলেন, তখন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল:

اَنْتَ هُوَ الْاٰتِیُ اَمْ نَتَرَبَّیٰ آخَرَ অর্থাৎ আপনি এত বড় বড় মুজিযা দেখাচ্ছেন, আপনিই কি সেই নবীয়ে আখিরুজ্জামান (শেষ যমানার নবী) নাকি আমরা আপনি ছাড়া অন্য কারো অপেক্ষা করব?

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام যে উত্তর দিলেন তা অত্যন্ত ঈমানদীপ্ত বিষয়। বললেন: না...!! আমি সেই মাহবুব নবী নই, আমি তো তাঁর আগমনের সুসংবাদ শোনাতে এসেছি। তবে! আমি আল্লাহ পাকের দানে ✯ অন্ধদের আরোগ্য ✯ কুষ্ঠরোগীদের রূপ-লাবণ্য ✯ এবং মৃতদের পুনরায় জীবন এজন্য দিচ্ছি যাতে মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে এবং বুঝে নেয় যে, যখন আগমনের সুসংবাদ শোনানো ব্যক্তিটি এত শানওয়ালা, তবে স্বয়ং আগমনকারীর শানের অবস্থা কী হবে...?

(নাযমুদ দুরার, পারা ৭, সূরা মায়েদা, ১১১নং আয়াতের পাদটীকা, ৬/৩৪৩-৩৪৪)

وہ خَتْمُ الْاَنبیا تشریف فرما ہونے والے ہیں
نبی ہر ایک پہلے سے سُناتا یہ خبر آیا

ওহ খাতমুল আম্বিয়া তাশরীফ ফরমা হোনে ওয়ালে হে
নবী হার এক পেহলে সে সুনাতা ইয়ে খবর আয়া

সিফাতে ইলাহীর বিকাশস্থল

তিরমিযী শরীফে রেওয়ায়তে রয়েছে; ওলামায়ে কিরাম এই রেওয়ায়তের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, সেই ব্যাখ্যাকে সামনে রেখে আমি আপনাদের এই রেওয়ায়ত শুনাচ্ছি। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু রাযীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তিনি প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে হাজির হলেন, প্রশ্ন করলেন: اَیْنَ کَانَ اللّٰہُ قَبْلَ اَنْ یَخْلُقَ خَلْقَہٗ অর্থাৎ

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ✯ এখন এই জগত বিদ্যমান, পুরো কায়েনাত বিদ্যমান, এর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আল্লাহ পাকের কুদরত ও গুণাবলীর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। সুউচ্চ পাহাড় দেখলে আল্লাহ পাকের কুদরত মনে পড়ে ✯ ক্ষুদ্র পিঁপড়া থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত বড় বড় প্রাণীদের দেখলে, তারা সবাই রিযিক পাচ্ছে; এর মধ্যে আল্লাহ পাকের রাজ্জাক হওয়ার গুণাবলীর প্রকাশ দেখা যায় ✯ মায়ের ভালোবাসা দেখলে, বাবার মমতা দেখলে আল্লাহ পাকের রহমতের প্রকাশ দেখা যায় ✯ মোটকথা সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ পাকের গুণাবলীর কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো; ✯ যখন এই জমিনও ছিল না ✯ আসমানও ছিল না ✯ মাখলুকও ছিল না ✯ মানুষ, জীন এবং ফেরেশতাও ছিল না ✯ কিছুই ছিল না, শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সত্তা ছিল; ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই সময় আল্লাহ পাকের গুণাবলীর প্রকাশ কোথায় হচ্ছিল?

প্রশ্নটি বড়ই অদ্ভূত, অত্যন্ত চমৎকার এবং তথ্যবহুল। এবার উত্তর শুনুন! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: كَانَ فِيْ عَمَاءٍ অর্থাৎ ✯ যখন এই জমিন ছিল না ✯ আসমান ছিল না ✯ কোনো মাখলুক ছিল না ✯ সেই সময় মেঘসদৃশ একটি বস্তু ছিল, আল্লাহ পাকের গুণাবলীর প্রকাশ সেটির মধ্যে হচ্ছিল।

সেই মেঘসদৃশ বস্তুটি কী ছিল? ওলামায়ে কিরাম ইরশাদ করেন: সেটি ছিল প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর; তাতে রাব্বে করীমের সকল গুণাবলীর প্রকাশ ছিল। **(মাজমুউ লতিফ উনসী, পৃষ্ঠা: ১৯-২০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ এটিই হলো হাবীব ও খলীলের পার্থক্য...! ✯ এটিই হাবীব ও কালীমের পার্থক্য ✯ হাবীবুল্লাহ ও রূহুল্লাহর পার্থক্য...!! হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে নিয়ে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ السَّلَام ✯ উচ্চ শানওয়ালা ✯ উচ্চ মর্যাদাবান; কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কী? এই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর রূহগুলোও যখন সৃষ্টি হয়নি, তার আগেই মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নূর আল্লাহ পাকের সকল গুণাবলীর বিকাশস্থল হয়ে গিয়েছিল।

تُو ہے خورشیدِ رسالت پیارے، چُھپ گئے تیری ضیا میں تارے
انبیا اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں

তু হে খুরশীদে রিসালাত পিয়ারে, ছুপ গেয়ে তেরী যিয়া মেঁ তারে
আম্বিয়া অওর হে সব মাহ পারে, তুঝ সে হি নূর লিয়া করতে হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১১২)

সমস্ত জগতের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি শান আল্লাহ পাক এভাবেও বর্ণনা করেছেন, ইরশাদ হচ্ছে:

لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ
(পারা ১৮, সূরা ফুরকান, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যাতে তিনি সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হন।

এই আয়াতে করীমা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র জগতের নবী। এর মধ্যেও

মাহবুবিয়্যতের শানের প্রকাশ রয়েছে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কাজ যত বড় হয়, তার যিম্মাদারীও তত বড় শানওয়ালাকে দেওয়া হয়। আল্লাহ পাক সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে এক একটি সম্প্রদায় বা এক একটি অঞ্চলের নবী বানিয়েছেন কিন্তু রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই শান দিয়েছেন যে, যত মাখলুক রয়েছে, যত জগত রয়েছে, তাঁকে সবার নবী বানিয়েছেন। এ থেকে জানা যায় যে, একটি অঞ্চল এবং সমগ্র জগতের মধ্যে যত পার্থক্য, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান সকল নবীদের শান থেকে ততটাই বেশি। **(ফাতাওয়ায়ে রযবিয়া, ৩০/১৪৫-১৪৬)**

নবী ও উম্মতের মৌলিক পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত সুন্দর গবেষণা করেছেন। তিনি লিখেন: (যদিও নবুওয়াত অর্জিত বিষয় নয়, আমলের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ নির্বাচন। তবে) রাব্বে করীম যাঁদের নবুওয়াতের জন্য নির্বাচিত করেন, এটি জরুরী যে, তাঁরা রূহানী শক্তিতেও এবং শারীরিক শক্তিতেও আপন উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ ও সুউচ্চ হবেন। সুতরাং ✯ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে গতিও উম্মতের গতির চেয়ে বেশি দান করা হয় ✯ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে দেখার ক্ষমতাও উম্মত থেকে বেশি দেওয়া হয় ✯ শোনার ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশি প্রদান করা হয় ✯ স্বাদ নেওয়ার শক্তি ✯ ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি ✯ স্পর্শ করার শক্তি ✯ একইভাবে বিবেক ✯ প্রজ্ঞা ও মেধা ✯ এবং বোঝার শক্তিও তাঁদের মাঝে সমস্ত উম্মত থেকে বেশি হয় ✯ এছাড়া এর পাশাপাশি তাঁদের রূহও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক পাক-পরিষ্কার ও কোমল হয়ে থাকে। **(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩, সূরা: আলে ইমরান, ৩/১৯৯-২০০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ পাক নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যেমন গুণাবলী দান করেছেন তা মাখলুকের কারো মাঝে দেননি। আসুন! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বিশেষ শানগুলোর সামান্য কিছু বয়ান শুনি:

(১) মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক গতি

সর্বপ্রথম প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক গতি দেখুন! আমরা জানি প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতের একটি সংক্ষিপ্ত অংশে মেরাজে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন এবং পুনরায় ফিরেও এসেছেন। কতটুকু সময় পার হয়েছিল? তখনও বিছানা মুবারক গরম ছিল, দরজার শিকল নড়ছিল, অযুর পানি গড়াচ্ছিল। এই মুবারক গতি কতটুকু হতে পারে, তার একটি আনুমানিক পর্যালোচনা করে দেখি। ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ✯ জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহার দূরত্ব ৫০ হাজার বছরের পথ ✯ এর সামনে মুস্তাওয়া ✯ তার পরের খবর আল্লাহ পাকই জানেন ✯ এর সামনে আরশের ৭০টি হিজাব রয়েছে ✯ প্রতিটি হিজাব থেকে দ্বিতীয় হিজাব পর্যন্ত ৫০০ বছরের দূরত্ব। **(মালফুযাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ৪৩৯)** ✯ এটি সর্বমোট ৩৫ হাজার বছরের দূরত্ব হলো ✯ ৩৫ হাজার বছরের পথ এটি ✯ আর ৫০ হাজার বছরের পথ জমিন থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত; এখন মোট ৮৫ হাজার বছরের দূরত্ব হলো ✯ এরপর সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আরশের হিজাবসমূহ পর্যন্ত কত দূরত্ব তা কেউ জানে না।

কিন্তু গতির অবস্থা দেখুন! তখনও বিছানা মুবারক গরম, দরজার শিকল নড়ছে; অর্থাৎ দুনিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির জিনিসের যে সফরে

২ ঘণ্টা লাগছে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি সফর অতিক্রম করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফিরেও এসেছেন।

سُبْحٰنَ اللهِ! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কী চমৎকার বলেছেন...!! তিনি লিখেন:

شانِ خدا! نہ ساتھ دے، اُن کے خِرام کا وہ باز
سدرہ سے تا زمیں جسے نَرم سی اِک اُڑان ہے

শানে খোদা! না সাথ দে, উন কে খিরাম কা ওহ বায
সিদরা সে তা জমিঁ জিসে নরম সী এক উড়ান হে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৭৯)

ব্যাখ্যা: শান্ত ও ধীর পদক্ষেপে গর্ব ও নম্রতার সাথে চলাকে ‘খিরাম’ বলা হয়। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলছেন: মেরাজের রাতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো ‘খিরাম’ ফরমাচ্ছিলেন; অর্থাৎ ধীর ও শান্ত পদক্ষেপে গর্ব ও নম্রতার সাথে যেমন বর চলে, তেমন চলছিলেন। কিন্তু খোদার শান দেখুন! এতদসত্ত্বেও সেই শাহবাজ অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, যিনি চোখের পলকের সামান্য উড্ডয়নে সিদরা থেকে জমিনে এবং জমিন থেকে সিদরায় পৌঁছে যান, যাঁর নিজের গতি এত চমৎকার, তিনি মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক গতির সাথী হতে পারেননি। যদি হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের নূরানী ও নবুওয়াতী গতিতে উড়াল দিতেন তবে গতির অবস্থা কী হতো...?

(২) মুবারক শ্রবণ শক্তি

হাদীসে পাকের বিখ্যাত কিতাব তিরমিযী, ইবনে মাজাহ এবং মুসনাদে ইমাম আহমদ এর রেওয়ায়ত; একদিন প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয়ই আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না, আমি যা শুনি তোমরা তা শোনো না। নিশ্চয়ই আসমান মড়মড় করে উঠল এবং এর হক আছে যে, সে মড়মড় করবে; কারণ আসমানে ৪ আঙুল পরিমাণ জায়গাও এমন নেই যেখানে কোনো ফেরেশতা কপাল ঠেকিয়ে রাব্বে করীমের দরবারে সিজদা করছে না।"

(তিরমিযী, কিতাবয যুহুদ, পৃষ্ঠা: ২৩১২, হাদীস: ২৩১২)

دُور و نزدیک کے سننے والے وہ کان | کانِ لعلِ کرامت پہ لاکھوں سلام

দূর ও নযদীক কে সুন্নে ওয়ালে ওহ কান
কানে লালে কারামত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩০০)

ব্যাখ্যা: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কানগুলোর মুজিযা হলো যে, তিনি দূর ও নিকট থেকে সমানভাবে শোনেন। এমন মুবারক কান, যা সম্মান ও মহত্বের মুক্তার উৎস, সেই মুবারক কানের প্রতি লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

(৩) মুবারক স্পর্শ শক্তি

এখন স্পর্শ শক্তির প্রতি একটু চিন্তা করুন! হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বিখ্যাত সাহাবীয়ে রাসূল, আশারায়ে মুবাশশারার (জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া ১০জন সাহাবী) অন্তর্ভুক্ত। তিনি বর্ণনা করেন:

একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী, মুহাম্মাদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেবা করার জন্য তাশরীফ আনলেন।

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কতই না সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, অসুস্থ হলে উভয় জগতের সরদার, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেবা করার জন্য তাশরীফ আনতেন...!!

سرِ بالیں انہیں رحمت کی ادا لائی ہے | حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے

সারে বালীঁ উনহে রহমত কী আদা লায়ী হে
হাল বিগড়া হে তো বিমার কী বন আয়ী হে

হযরত সাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার বুকের উপর হাত রাখলেন। এমন উৎকর্ষমণ্ডিত হাত...!! বাহ! এর শীতলতা আমি অন্তরে অনুভব করলাম।

হায়! এই সৌভাগ্য কখনো যেন আমরা গোলামদেরও নসীব হয়ে যায়...!!

دِل کرو ٹھنڈا مرا، وہ کفِ پا چاند سا | سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود

দিল করো ঠাণ্ডা মেরা, ওহ কফে পা চাঁদ সা
সিনে পে রাখ দো যারা তুম পে করোরো দরুদ

যাই হোক! হযরত সাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বুকে হাত রাখলেন, এরপর ইরশাদ করলেন: তোমার হার্টের রোগ হয়েছে, হারিস সাকাফীর কাছে যাও। তিনি চিকিৎসক; তাকে বলো যেন আজওয়া খেজুর বিচি সহ পিষে তোমাকে (তার পেস্ট বানিয়ে) পান করায়। এতেই আরোগ্য হবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুত তিব, পৃষ্ঠা: ৬১০, হাদীস: ৩৮৭৫)

(৪) মুবারক ঘ্রাণ শক্তি

মুসলিম শরীফের হাদীসে পাক। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: একদিন প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমান এবং অমুসলিমের রূহ কবয হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করলেন। ইরশাদ করলেন: যখন মুমিনের রূহ কবজ করা হয় তখন আসমানের ফেরেশতারা বলেন: আজ জমিন থেকে কত চমৎকার সুগন্ধ আসছে! আর যখন অমুসলিমের রূহ শরীর থেকে বের করা হয় তখন তা থেকে দূর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে; আসমানওয়ালারা বলেন: এই জমিন থেকে কতই না দূর্গন্ধ আসছে। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটি ইরশাদ করলেন তখন নিজের চাদর মুবারকের কোণা নাকের উপর এমনভাবে রাখলেন যেন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দূর্গন্ধ পাচ্ছিলেন।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১১০০, হাদীস: ২৮৭২)

বয়ানের সারমর্ম

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! এগুলো আমার আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শান...!! মোটকথা; আল্লাহ পাক প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রতিটি দিক থেকে সমস্ত মাখলুক থেকে উচ্চ শান দান করেছেন। তাঁকে বহু স্তরের উচ্চতা দান করেছেন ✯ তাঁকে নবীদের নবী বানিয়েছেন ✯ সব নবীদেরকে তাঁর সুসংবাদ শোনাতে পাঠিয়েছেন ✯ সব নবীদের উচ্চ শান দান করেছেন তবে তা তাঁরই সদকায় দান করেছেন ✯ তাঁকে আপন হাবীব বানিয়েছেন ✯ শারীরিক দিক থেকে দেখলে ✯ যেমন মুবারক গতি তাঁকে দান করা হয়েছে এমন কাউকে দান করা হয়নি ✯ যেমন স্নিগ্ধতা ও নূরানিয়ত তাঁকে দান করা হয়েছে এমন কাউকে

দেওয়া হয়নি ✯ যেমন শ্রবণ শক্তি ✯ স্বাদ নেওয়ার শক্তি ✯ ঘ্রাণ শক্তি ✯ স্পর্শ করার শক্তি তাঁকে দান করা হয়েছে এমন উৎকর্ষমণ্ডিত ও অতুলণীয় শক্তি আর কাউকে দান করা হয়নি। মোটকথা এই অনন্য শানগুলো দেখে আমাদের বলতেই হয়:

سب سے اولیٰ واعلیٰ ہمارا نبی	سب سے بالا وبالا ہمارا نبی
اپنے مولیٰ کا پیارا ہمارا نبی	دونوں عالم کا دُولہا ہمارا نبی
سارے اُونچوں سے اُونچا سمجھئے جسے	ہے اس اُونچے سے اُونچا ہمارا نبی

সব সে আউলা ও আলা হামারা নবী
সব সে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী
আপনে মওলা কা পেয়ারা হামারা নবী
দোনোঁ আলম কা দুলহা হামারা নবী
সারে উঁচোঁ সে উঁচা সমঝিয়ে জিসে
হে উস উঁচে সে উঁচা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৪০)

মাদানী মুযাকারার উৎসাহ

হে আশিকানে রাসূল! অন্তরে ইশকে রাসূল বৃদ্ধি করতে, নেককার হতে এবং ঈমান হেফাযতের মানসিকতা পেতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিন! اِنْ شَآءَ الله নেকী করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরি হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

মাদানী চ্যানেলে প্রতিদিন সরাসরি মাদানী মুযাকারা করছেন এবং এই অনুষ্ঠান ১২ তারিখ রাত পর্যন্ত জারি থাকবে। আপনারাও এই মাদানী মুযাকারাগুলোতে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ অর্জিত হবে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার অগণিত কল্যাণ নসীব হবে।

আল্লাহ পাক আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد